প্রথম আলো

তারিখ 26 NOV 2008
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

প্রতারণা ঠেকাতে যথেষ্ট নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ, ভরসা বিধিমালা

শরিফুজ্জামান পিন্টু ●

দেশের ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থায়ী সনদ নিয়েছে মাত্র একটি। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশির ভাগই নির্ধারিত পাঁচ বছর পার হলেও চলছে সাময়িক সনদ নিয়ে। নতুন অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, এগুলো স্থায়ী সনদ অর্জন না করা পর্যন্ত ঢাকার বাইরে শাখা খুলতে পারবে না। চুক্তি করতে পারবে না বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে, এমনকি চালু করতে পারবে না দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষা।

গত সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের নিয়মিত বৈঠকে পাস হয়েছে সাত বছর ধরে বহুল আলোচিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ। ওই অধ্যাদেশের খসড়ায় থাকা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপদেষ্টা পরিষদের নির্দেশনার আলোকে বাদ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন না চাইলেও শাখা ক্যাম্পাস খোলার অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি উপদেষ্টা পরিষদ অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি শাখা ক্যাম্পাস না রাখার পক্ষে মত দিয়ে এবং প্রয়োজনে কিছুটা ছাড় দিয়ে ঢাকার বাইরে মূল ক্যাম্পাস স্থাপনের প্রস্তাব তৈরি করে।

অধ্যাদেশ সম্পর্কে শিক্ষা বিভাগের একাধিক কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন, এটি একটি দুর্বল অধ্যাদেশ, যা দিয়ে প্রতারণা ও স্রেফ ব্যবসা করতে চাওয়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ঠেকানো সম্ভব নয়।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া দেখে মনে হয়েছিল, কিছু ভালো বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলো বাদ পড়ে থাকলে ওটা প্রণয়নেরই বোধ হয় দরকার ছিল না।' তিনি আরও বলেন, 'উচ্চশিক্ষা নিয়ে এত বড় কাজ হলেও সেখানে শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষকদের পরামর্শ কতটা নেওয়া হয়েছে, তা জানি না। তবে এটুকু বুঝি, উপদেষ্টা পরিষদে যাঁরা আছেন, তাঁরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হলেও শিক্ষক বা শিক্ষাবিদ নন।'

স্থায়ী সনদই হাতিয়ার: বিশ্লেষণে দেখা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ম-নীতির মধ্যে রাখার একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে থাকছে স্থায়ী সনদ নেওয়ার বিষয়টি অর্থাৎ অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষার মানসহ বিভিন্ন শর্তপূরণের অঙ্গীকার করে পাঁচ বছরের জন্য সাময়িক সনদ নিয়েছিল এসব বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পাঁচ বছর পার হলেও অন্তত ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় শর্ত পূরণ করে স্থায়ী সনদ নিতে পারেনি। শাখা ক্যাম্পাস খোলা এবং দূরশিক্ষণ পদ্ধতি চালুর সঙ্গে স্থায়ী সনদ নেওয়ার শর্তটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

বিধিমালা প্রণয়ন সম্পর্কে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়) এ জেড এম শফিকুল আলম বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুমোদিত হয়েছে। এটি প্রজ্ঞাপন আকারে জারি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

প্রতারণা ঠেকাতে যথেষ্ট নয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার পর মন্ত্রণালয় বিধি প্রণয়নের কাজ শুরু করবে।

বিধিমালাই ভরসা: শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যেভাবে চেয়েছিল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সেভাবে হয়নি। এখন ভরসা, ওই অধ্যাদেশ কার্যকর করতে হলে বিধি প্রণয়ন করতে হবে। সেই বিধিমালা শক্ত হলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কিছুটা হলেও নিয়ম-নীতির মধ্যে বাঁধা যাবে। তবে রাজনৈতিক সরকারের মেয়াদে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের চাপের মুখে এসব বিধি কতটা সুষ্ঠুভাবে প্রণীত হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, অধ্যাদেশে থাকা মানেই তা কার্যকর হওয়া নয়। প্রতিটি বিষয় সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি বলেন, শাখা ক্যাম্পাস খোলার সুযোগ থাকার অর্থ এই নয়, যে কেউ ইচ্ছা করলে শাখা চালু করতে পারবে। এ জন্য ওই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সনদ ছাড়াও কিছু বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। উল্লেখ্য, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মালিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস সম্পর্কে কোনো দাবি তোলেনি। অধ্যাদেশের খসড়ায় শুরু থেকে বলা হয়েছিল, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শাখা ক্যাম্পাস থাকবে না।

ভালো দিক: অধ্যাদেশ অনুযায়ী, যে কেউ উপাচার্য হতে পারবেন না। একই ব্যক্তি মালিক ও উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। ২০ বছরের শিক্ষকতা অথবা প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি উপাচার্য হতে পারবেন। এর মধ্যে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসহ গবেষণা ও প্রশাসনিক কাজে মোট ২০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকার বিষয়টি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিতে বাইরের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে ন্যূনতম ভারসাম্য আনার চেষ্টা করা হয়েছে। মালিক বা উদ্যোক্তা ছাড়াও বোর্ডে ইউজিসির প্রতিনিধি, পেশাজীবী ও শিক্ষাবিদ থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের চেয়ারম্যান হবেন উপাচার্য। উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকের সংখ্যা পূর্ণকালীন শিক্ষকের এক-চতুর্থাংশের বেশি থাকবে না বলেও অধ্যাদেশে বলা হয়েছে। অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি, লেখাপড়ার গুণগত মান বাড়ানো এবং গুণে ও মানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থান নির্দেশের জন্য সূচক নির্ধারণের প্রসঙ্গ থাকছে।

অনুমোদিত অধ্যাদেশ সম্পর্কে অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান এম এ কাশেম বলেন, অধ্যাদেশ হাতে পেলে সমিতির পক্ষ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রতিক্রিয়া জানানো হবে। তবে তিনি বলেন, 'আমরা নতুন অধ্যাদেশ নয়। চেয়েছিলাম, আইনের সংশোধন।'

দেশে এখন চালু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি। অধ্যাদেশ না হওয়া পর্যন্ত নতুন করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া থেকে বিরত রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইউজিসির ২০০৬ সালের সর্বশেষ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ২০০৫ সালে শিক্ষার্থী ছিল ৮৮ হাজার ৬৬৯, এখন তা এক লাখ ২৪ হাজার ২৬৭।